কুরআনের বর্ণনায় শয়তান

পরিচয় ও পরিত্রাণ

মাওলানা হাবীবুর রহমান মুনীর নদভী

প্রকাশনায়

রাহনুমা প্রকাশনী ™

কুরআনের বর্ণনায় শয়তান : পরিচয় ও পরিত্রাণ

লেখক	মাওলানা হাবীবুর রহমান মুনীর নদভী
প্রথম প্রকাশ	একুশে বইমেলা ২০২২
প্রচ্ছদ	মুহা. মাহমুদুল ইসলাম
মুদ্রণ	জনপ্রিয় কালার প্রিন্টার্স প্যারিদাস লেন, ঢাকা-১১০০
একমাত্র পরিবেশক	**রাহনুমা প্রকাশনী** ইসলামী টাওয়ার, ৩২/এ, আন্ডারগ্রাউন্ড, বাংলাবাজার, ঢাকা যোগাযোগ : ০১৭৬২-৫৯৩৩৪৯, ০১৯৭২-৫৯৩৩৪৯

মূল্য : ২৪০.০০ (দুইশ চল্লিশ টাকা) মাত্র

Quraner Bornonay Shaytan : Porichoy o poritran
Written by: Mawlana Habibur Rahman Munir Nadwi.
Market & Published by: Rahnuma Prokashoni. Price. Tk. 240.00, US $ 5.00 only.

ISBN : 978-984-93857-0-0
E-mail : rahnumaprokashoni@gmail.com
Web : www.rahnumabd.com

ভূমিকা

আল্লাহর বান্দাকে আল্লাহবিমুখ করাই হল শয়তানের কাজ। মানুষের অন্তরে অন্যায় ও অসত্যের বীজ বপন করে শয়তান তাকে গর্হিত ও অশ্লীল কাজের প্ররোচনা দেয়। তারপর তাকে আল্লাহর নাফরমানিতে লিপ্ত করে কুফর ও শিরক পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। আর পরিশেষে তার মন্দকর্ম তার কাছে শোভনীয় করে তার সুপথে ফেরার সম্ভবনা শেষ করে দেয়।

প্রথম মানব হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে সকল নবী-রাসূলের উম্মতকে গোমরাহ করার লক্ষ্যে শয়তানের নানা অপতৎপরতার কথা আল্লাহ তাঁর ঐশীগ্রন্থ কুরআনে উল্লেখ করেছেন।

সমগ্র কুরআনের ৬৯টি স্থানে 'শয়তান' প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে সেসব প্রসঙ্গের বর্ণনায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শয়তানের পরিচয় ও তার অনিষ্ট থেকে পরিত্রাণের উপায় বিবৃত হয়েছে। গ্রন্থটির সুস্থির অধ্যয়ন পাঠককে শয়তানের অনিষ্ট থেকে পরিত্রাণের পথ দেখাবে-এই প্রত্যাশা নিয়েই এই সংকলন। সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহের বিশুদ্ধ ও সরল অনুবাদ এবং নির্ভরযোগ্য তাফসীরের আলোকে আলোচনাসমূহ উপস্থাপিত হয়েছে।

গ্রন্থ সংকলনের বিভিন্ন স্তরে যাদের সহযোগিতা পেয়েছি তাদের সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। রাহনুমা প্রকাশনীকে ধন্যবাদ যে, তারা সাগ্রহে গ্রন্থখানি মুদ্রণ ও বিপণনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। এ মুহূর্তে বিশেষভাবে মনে পড়ছে রাহনুমার উপদেষ্টা সম্পাদক মরহুম মাওলানা মাসউদুর রহমান ভাইয়ের কথা। আল্লাহ তাকে মাগফেরাত ও দারাজাত নসীব করুন।

পরম করুণাময় যেন অধম সংকলকের এই নগণ্য প্রয়াসকে শয়তানের অনিষ্ট থেকে বাঁচার অবলম্বনরূপে কবুল করেন এবং আমাদের সকলকে আজীবন শয়তানের চক্রান্ত থেকে রক্ষা করেন। আমীন।

মুহতাজে দুআ-

হাবীবুর রহমান মুনীর নদভী

মা'হাদুললুগাহ আলআরাবিয়্যাহ

আশরাফাবাদ, ঢাকা।

১০ মুহাররম, ১৪৪৩ হিজরী।

সূচিপত্র

الشيطان -এর শব্দ পরিচয়—১৩
আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি আল্লাহর, বিতাড়িত শয়তান থেকে—১৪
আলোচনা-১ : অকৃজ্ঞতা ও আত্মম্ভরিতা—১৫
আলোচনা-২ : অশ্লীল ও মন্দ কর্মের প্ররোচনা—১৯
আলোচনা-৩ : পূর্ণরূপে ইসলাম পালনে বাধাপ্রদান—২১
আলোচনা-৪ : দারিদ্র্যের আশঙ্কা সৃষ্টি—২৩
আলোচনা-৫ : সুদের বৈধতা—২৫
আলোচনা-৬ : সদ্যোজাত শিশুও শয়তানের লক্ষ্যস্থল—২৮
আলোচনা-৭ : কৃতকর্ম দ্বারা মুমিনের পদস্খলন—৩০
আলোচনা-৮ : গায়রুল্লাহ-ভীতি সৃষ্টি—৩১
আলোচনা-৯ : কৃপণতা ও লোকদেখানো দানের প্ররোচনা—৩৩
আলোচনা-১০ : তাগুতের বিচারপ্রার্থী করা—৩৫
আলোচনা-১১ : শয়তানের চক্রান্তের দুর্বলতা—৩৮
আলোচনা-১২ : আল্লাহর অনুগ্রহ বঞ্চিতের পরিণাম—৪০
আলোচনা-১৩ : মিথ্যাবাসনা প্রক্ষেপণ ও সৃষ্টির বিকৃতিসাধন—৪২
আলোচনা-১৪ : মদ, জুয়া সবই শয়তানপ্রসূত—৪৩
আলোচনা-১৫ : হৃদয়ের কঠিনতা ও মন্দকর্মের শোভনীয়তা—৪৭
আলোচনা-১৬ : আল্লাহর স্মরণ-বিমুখতা—৪৯
আলোচনা-১৭ : কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ—৫১
আলোচনা-১৮ : চমকপ্রদ মিথ্যা প্রক্ষেপণ—৫৩
আলোচনা-১৯ : অন্যায় কলহ-বিবাদের প্ররোচনা—৫৫

আলোচনা-২০ : আত্মম্ভরিতা ও আত্মমুগ্ধতা—৫৭
আলোচনা- ২১ : প্রসূত প্রতারণা মৌখিক হিতাকাঙ্ক্ষা—৬০
আলোচনা- ২২ : নগ্নতা ও অশ্লীলতার প্ররোচনা—৬৩
আলোচনা-২৩ : কুপ্রবৃত্তির অনুগমন ও সত্যবিচ্যুতি—৬৬
আলোচনা-২৪ : শয়তানের কুমন্ত্রণার ব্যাপ্তি ও বিস্তৃতি—৬৮
আলোচনা-২৫ : মুমিনের অন্তরে নিরাশা সৃষ্টি—৭০
আলোচনা-২৬ : প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ও সাহায্যত্যাগ—৭২
আলোচনা-২৭ : হিংসা ও পারস্পরিক শত্রুতা—৭৪
আলোচনা-২ ৮: কর্তব্য-বিস্মৃতির উৎস—৭৬
আলোচনা-২৯ : পারস্পরিক হিংসা বিদ্বেষের প্রবণতা—৭৮
আলোচনা-৩০ : প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের প্রতারণা—৮০
আলোচনা-৩১ : আসমানী ফয়সালা শোনার অপচেষ্টা—৮২
আলোচনা-৩২ : মানবীয় কুপ্রবৃত্তির পৃষ্ঠপোষকতা—৮৩
আলোচনা-৩৩ : অপচয়-প্রবণতা প্রক্ষেপণ—৮৭
আলোচনা-৩৪ : পারস্পরিক বিভেদ সৃষ্টি—৮৯
আলোচনা-৩৫ : সন্তান ও সম্পদের উপর প্রভাব বিস্তার—৯১
আলোচনা-৩৬ : কাফের মুশরিকদের অভিভাবকত্ব—৯৫
আলোচনা-৩৭ : দায়িত্ব ও কর্তব্য বিস্মৃত করা—৯৬
আলোচনা-৩৮ : পরোক্ষ উপাস্য—৯৮
আলোচনা-৩৯ : শয়তানও তার অনুসারীদের সম্মিলন—৯৯
আলোচনা-৪০ : কাফেরদের গুরুতরভাবে প্রলুব্ধ করণ—১০১
আলোচনা-৪১ : আল্লাহর নাফরমানির প্ররোচনা ও অলীক কল্পনায় প্রলুব্ধ করণ—১০২
আলোচনা-৪২ : আল্লাহর নবীর শান—১০৫
আলোচনা-৪৩ : খোদাদ্রোহীদের জাহান্নামের পথ প্রদর্শন—১০৬

আলোচনা-৪৪ : কুমন্ত্রণা প্রক্ষেপণ ও আল্লাহ-বিমুখতা—১০৮
আলোচনা-৪৫ : শয়তানের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপস্থিতি—১১১
আলোচনা-৪৬ : নাফরমানিতে লিপ্ত মানুষের অসহায়ত্ব—১১২
আলোচনা-৪৭ : ইবলীস ও তার অনুসারীদের পরিণাম—১১৪
আলোচনা-৪৮ : ওহী বহনে শয়তানদের অযোগ্যতা—১১৫
আলোচনা-৪৯ : সত্য-মিথ্যার মিশ্রণ—১১৬
আলোচনা-৫০ : মন্দ কর্ম শোভন করা—১১৭
আলোচনা-৫১ : কল্যাণ উদ্দেশ্যকে মন্দে পরিণত করা—১১৯
আলোচনা-৫২ : মন্দ কর্ম শোভন করে আল্লাহ-বিমুখতা সৃষ্টি—১২১
আলোচনা-৫৩ : শয়তানের আহ্বান—১২৩
আলোচনা-৫৪ : শয়তানের অনুমানের যথার্থতা—১২৫
আলোচনা-৫৫ : পার্থিব জীবনের মোহ—১২৭
আলোচনা-৫৬ : শয়তানের শত্রুতার নিদর্শন—১২৯
আলোচনা-৫৭ : শয়তানের অবয়ব-আকৃতি—১৩১
আলোচনা-৫৮ : ঐশী প্রত্যাদেশ শ্রবণের অপচেষ্টা—১৩২
আলোচনা-৫৯ : শয়তানদের উপর নবীর কর্তৃত্ব—১৩৪
আলোচনা-৬০ : যন্ত্রণাগ্রস্ততা ও আল্লাহ-বিমুখতা—১৩৫
আলোচনা-৬১ : অকৃজ্ঞতা, অবাধ্যতা ও দাম্ভিকতা—১৩৭
আলোচনা-৬২ : কুমন্ত্রণার সর্বাত্মক আগ্রাসন—১৪০
আলোচনা-৬৩ : কল্যাণ বিস্তারে বাধা সৃষ্টি—১৪২
আলোচনা-৬৪ : মিথ্যা আশার মোহাবিষ্টতা—১৪৩
আলোচনা-৬৫ : গোপন পরামর্শের উৎস—১৪৫
আলোচনা-৬৬ : আল্লাহর স্মরণ বিস্মৃতি শয়তানের প্রভাব—১৪৭
আলোচনা-৬৭ : শয়তান কর্তৃক সম্পর্কছিন্নতা—১৪৯

আলোচনা-৬৮ : কুরআন সুনিশ্চিত ঐশী বাণী—১৫১
আলোচনা-৬৯ : লোকচক্ষুর অন্তরালে কুমন্ত্রণা—১৫৩
স্বভাব পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য—১৫৫
শয়তানের অনিষ্ট থেকে পরিত্রাণ লাভের দুআ—১৫৮

بسم الله الرحمن الرحيم

الشيطان -এর শব্দ পরিচয়

আরবী ভাষায় 'শয়তান' শব্দটির আভিধানিক অর্থে দূরবর্তিতা ও প্রজ্বলনের অর্থ বিদ্যমান। প্রথম অর্থ বিবেচনায় শয়তান হল আল্লাহর রহমত থেকে দূরবর্তী সত্তা। আর দ্বিতীয় অর্থে সে মানুষের প্রতি ক্রোধাগ্নিতে প্রজ্বলিত সত্তা। অবশ্য আভিধানিক অর্থ বিবেচনায় আরবীতে শব্দটি দুর্বিনীত মানব-দানব বা অন্য প্রাণীর ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।[১] শয়তান শব্দের হিব্রুরূপ **'সাতান'** তাওরাতে বিদ্যমান। সাতান অর্থ শত্রু বা দুশমন। আর হিব্রু ভাষায় তার আভিধানিক অর্থে রয়েছে রোধ করা ও বিরোধিতা করার অর্থ ।

গ্রীক ভাষায় শয়তানের প্রতিশব্দ হল 'দিয়াবলস' যার অর্থ পরনিন্দাকারী। ইংরেজী 'ডেভিল' শব্দটি মূলত তারই পরিবর্তিত রূপ।

শয়তানের জন্য কুরআনে ব্যবহৃত অপর নাম-শব্দ হল ইবলীস। যার আভিধানিক অর্থ নিরাশ ও হতবুদ্ধি।

বিভিন্ন ভাষায় ব্যবহৃত উল্লিখিত অর্থসমূহ শয়তানের সত্তাগত বৈশিষ্ট্য ও পরিচয় অনুধাবনে সহায়ক।

---

১. কুরআনের একাধিক আয়াতে তার দৃষ্টান্ত রয়েছে।

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি আল্লাহর, বিতাড়িত শয়তান থেকে

ব্যাখ্যা—এ বাক্যে 'শয়তান' শব্দটিকে [الرجيم] বিশেষণযুক্ত করার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হল, প্রত্যেক আদম সন্তানকে একথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে, আল্লাহর হুকুম অমান্য করে তোমাদের আদি পিতা আদম আ.কে সিজদা না করার কারণেই শয়তান অভিশপ্ত ও বিতাড়িত হয়েছে। তারপর সে আদম-হাওয়াকে আ. আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনে প্ররোচিত করেছে এবং তাদেরকে বিবস্ত্র ও লাঞ্ছিত করে জান্নাত থেকে দুনিয়ার কষ্ট-ক্লেশে নিপতিত করেছে। এভাবে শয়তান তাদের প্রতি তার প্রতিশোধ ও প্রতিহিংসা চরিতার্থ করেছে। এরপর সে শপথ করেছে সকল আদমসন্তানকে পথভ্রষ্ট করার এবং অবকাশপ্রাপ্ত হয়েছে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত। আদম সন্তানের বিরুদ্ধে তার প্রতিশোধ ও প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য সে সকল উপায়-উপকরণপ্রাপ্ত হয়েছে। সুতরাং আল্লাহ-নির্দেশিত এই প্রার্থনাবাক্য পাঠ করার সময় আদম-সন্তানকে স্মরণ রাখতে হবে শয়তানের বিতাড়িত হওয়ার মূল কারণ এবং তার সামর্থ্য-সক্ষমতা, অনিষ্টপ্রবণতা, প্রতিশোধ-পরায়ণতা ও প্রকাশ্য শত্রুতার কথা। পক্ষান্তরে 'আল্লাহ' শব্দকে বিশেষণমুক্ত রাখার তাৎপর্য হল, বান্দার অন্তরে আল্লাহর সত্তাপরিচয়ের শক্তি ও ব্যাপ্তির অনুভূতি প্রবলভাবে জাগ্রত করা। অর্থাৎ কোনো বিশেষণে বিশেষিত হওয়া ব্যতীতই তাঁর পবিত্র সত্তা বান্দার যে কোনো বিপদ ও বিপন্নতার ক্ষেত্রে পরম আশ্রয়।

বি:দ্র: কোরআন তিলাওয়াতের পূর্বে أعوذ بالله من الشيطان الرجيم পড়ে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করা আবশ্যক। কিন্তু অসতর্কতাবশত অনেকেই শুধু بسم الله الرحمن الرحيم পড়েই তিলাওয়াত শুরু করে থাকেন। এ ব্যাপারে আমাদের সতর্ক ও সাবধান হতে হবে।

আলোচনা-১ : অকৃজ্ঞতা ও আত্মম্ভরিতা

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ (٣٤) وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ (٣٥) فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ (٣٦) فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (٣٧) قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٣٨) [البقرة: ٣٤—٣٨]

৩৪) যখন আমি ফেরেশতাদের বললাম, তোমরা আদমকে সিজদা কর, তখন ইবলীস ব্যতীত সকলেই সিজদা করল। সে অস্বীকার করল ও অহংকার করল। সুতরাং সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হল। ৩৫) আর আমি বললাম, হে আদম, তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর এবং জান্নাতে যেখানে ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে আহার কর। কিন্তু এই বৃক্ষের নিকটবর্তী হয়ো না। তাহলে তোমরা অন্যায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। ৩৬) কিন্তু শয়তান তা থেকে তাদের পদস্খলন ঘটাল এবং তারা যেখানে ছিল সেখান থেকে তাদেরকে বহিষ্কৃত করল। আমি বললাম, তোমরা একে অন্যের শত্রুরূপে নেমে যাও, পৃথিবীতে তোমাদের জন্য রইল কিছুকালের বসবাস ও জীবিকা। ৩৭) অতঃপর আদম তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে কিছু বাণী প্রাপ্ত হলেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁর তাওবা কবুল করলেন। নিশ্চয়ই তিনি অতিক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ৩৮) আমি বললাম, তোমরা সকলেই সে স্থান (জান্নাত) থেকে নেমে যাও। অতঃপর যখন আমার পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট সুপথের কোনো নির্দেশ আসবে তখন যারা আমার সুপথের নির্দেশ অনুসরণ করবে তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে না।

প্রসঙ্গকথা: সূরা হিজরের ২৮-২৯ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, *স্মরণ কর যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদেরকে বললেন, আমি তো গন্ধযুক্ত শুষ্ক ঠনঠনে কাদামাটি হতে মানুষ সৃষ্টি করতে যাচ্ছি। যখন আমি তাকে (তার দেহাকৃতিকে) সুঠাম করব এবং তার মাঝে আমার রুহ ফুঁকে দিব (অর্থাৎ প্রাণ সঞ্চার করব) তখন তোমরা তার প্রতি সিজদাবনত হয়ো।*

অর্থাৎ আদম আ.-কে সৃষ্টির পূর্বেই আল্লাহ রব্বুল আলামীন ফেরেশতাদের সে সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন এবং নূরের তৈরি ফেরেশতাদেরকে গন্ধযুক্ত কাদামাটি থেকে সৃষ্ট আদমকে সিজদার পূর্বনির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন। অতঃপর তিনি পৃথিবীতে তাঁর খলিফা ও প্রতিনিধি আদমকে নিজ কুদরতি হাতে সৃষ্টি করে তার মাঝে প্রাণ সঞ্চার করলেন এবং ফেরেশতাদের সম্বোধন করে তাকে সিজদা করার নির্দেশ দিলেন।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : এখানে যে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়ে থাকে তা হল, কোরআনের ভাষ্য থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায় আদম আ.-কে সিজদার জন্য আল্লাহ তাআলার নির্দেশের সম্বোধনপাত্র হলেন ফেরেশতাগণ, সুতরাং ইবলীসের সিজদা না করে অবাধ্যতায় লিপ্ত হওয়ার বিষয়টি কীভাবে ব্যাখ্যা করা হবে? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়ে থাকে, জিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত হলেও ইবলীস আল্লাহ তাআলার ইবাদাত-আনুগত্য দ্বারা ফেরেশতাদের (সান্নিধ্যের) মরতবায় উন্নীত হয়েছিল এবং ফেরেশতাদের সাথে আল্লাহর এই নির্দেশ পালন করে তাঁর প্রতি পরম আনুগত্য প্রকাশের সুযোগ লাভ করেছিল। কিন্তু তার দুর্ভাগ্য, আত্মম্ভরিতা ও আপন শ্রেষ্ঠত্বের প্রবল অনুভূতির কারণে মহান আল্লাহর নির্দেশের প্রতি উপযুক্ত সম্মান ও আনুগত্য প্রদর্শনে সে ব্যর্থ হল। ইবলীসের এই অবাধ্যতা ও ধৃষ্টতার জন্য তার জিন্ন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়াকে কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা কাহফের ৫০ নং আয়াতে এ সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে, *"...সে (ইবলীস) ছিল জিন্নদের একজন, ফলে সে তার প্রতিপালকের নির্দেশ অমান্য করল।"*

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর নাফরমানি, কুফরি, নাস্তিকতা ও খোদাদ্রোহিতা এসবের মূল হল, আদম সন্তানের দাম্ভিকতা ও আত্মম্ভরিতা। কোনো মানুষ যখন নিজেকে বোধ-বুদ্ধি, জ্ঞান-গরিমা ও সৌন্দর্য-শক্তিতে অন্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান